গাজীপুরে শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ, পুলিশ বক্সে আগুন



ছবি: সংগৃহীত

ন্যূনতম মাসিক মজুরি ৩০ হাজার টাকা নির্ধারণের দাবিতে গাজীপুরের বিভিন্ন এলাকায় আবারও বিক্ষোভে নেমেছেন পোশাকশ্রমিকেরা। রোববার সকালে তাঁদের অবরোধে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় মহানগরীর কোনাবাড়ী এলাকায় একটি পুলিশ বক্সে আগুন দেওয়া হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পাঁচ প্লাটুন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্য মোতায়েন করেছে প্রশাসন।

সকালে কালিয়াকৈর উপজেলার সফিপুর বাজার, চন্দ্রা পল্লী বিদ্যুৎ, মৌচাক ও তেলিচালা এলাকায় মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকেরা। বেতন বাড়ানোর দাবিতে তাঁরা বিভিন্ন স্লোগান দেন। সকাল থেকে শ্রমিকদের সড়কে অবস্থানের কারণে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে বলে জানিয়েছেন কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম।

জেলা প্রশাসক মো. নূরুল করিম ভূঁইয়া বলেন, পরিস্থিতি বিবেচনায় পাঁচ প্লাটুন বিজিবি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। প্রয়োজন হলে সদস্যসংখ্যা আরও বাড়ানো হবে।

কারখানার শ্রমিক ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বেতন বৃদ্ধির দাবিতে প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে গাজীপুরের বিভিন্ন এলাকায় আন্দোলন করছেন পোশাকশ্রমিকেরা। এর ধারাবাহিকতায় শনিবার রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত কালিয়াকৈরের চন্দ্রা পল্লী বিদ্যুৎ ও আনসার একাডেমির ৩ নম্বর ফটক এলাকায় মহাসড়ক আটকে রাখেন তাঁরা। পরে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ ও লাঠিপেটা করে তাঁদের ছত্রভঙ্গ করে। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পর ওই সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

রোববার সকালে কালিয়াকৈরের রতনপুর এলাকার করনী নিট কম্পোজিট, নিট এশিয়াসহ আশপাশের কয়েকটি কারখানার শ্রমিকেরা কাজে যোগ দেননি। হাজিরা দেওয়ার পর তাঁরা সফিপুর বাজার এলাকায় মহাসড়কে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। আন্দোলনের কারণে আশপাশের কয়েকটি কারখানায় ছুটি ঘোষণা করা হয়।

একপর্যায়ে শত শত শ্রমিক লাঠিসোঁটা নিয়ে মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নেন। এতে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে পড়ে। ফলে এ পথে চলাচলকারী যাত্রীরা দুর্ভোগে পড়েন।

এদিকে গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ী এলাকায় মহাসড়কের মাঝখানে থাকা একটি পুলিশ বক্সে আগুন দেন বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা। কোনাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইফতেখার হোসেন জানান, পুলিশ বক্সের ভেতরের মালামাল বাইরে বের করে সেগুলোতেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে।